কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সবার জন্য ই-ইশকুল

টানা তিন দিন অসুস্থ ছিল জাভেদ। কলেজে যেতে পারেনি। গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ছিল ওর। ক্লাসগুলো এমন, মিস করলে কারো কাছ থেকে বুঝে আসবে, সে উপায়ও নেই। ও যে বিষয়ে পড়ে, সেটা একেবারেই নতুন। আইসিটি। এক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। বন্ধুটিও কোনো সাহায্য করতে পারল না। যোগাযোগ করল আরেক বন্ধুর সঙ্গে। আর ওই বন্ধুটি ওকে একটা সাইটের কথা বলল, http://e-iskool.com।

ভাগ্যিস, জাভেদের বাসায় ইন্টারনেট আছে। ল্যাপটপ খুলে সাইটে ঢুকে তো জাভেদ খুশি। বাহ্! ও ঠিক যে যে ক্লাসগুলো মিস করেছে সেই ক্লাসগুলো আপ করা আছে সাইটে। মনোযোগ দিয়ে ইন্টারনেটেই ক্লাস করতে লাগল জাভেদ।

জাভেদের মতো দেশের প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষার্থী এই সাইটে ক্লাস করে।

ই-ইশকুল

এটি একটি অনলাইন স্কুল। অনেক সময় অনেক শিক্ষার্থী নানা কারণে ক্লাস মিস করে। পরবর্তী সময়ে সেসব ক্লাসের পড়া বুঝতে গিয়ে বেশ হিমশিম খেতে হয়। অনেক সময় বুঝতেও পারে না। আবার দেখা যায় কলেজে হয়তো ক্লাস টেস্ট নেবে সেশন ফাইভের। কিন্তু কোনো শিক্ষার্থী যেখানে প্রাইভেট পড়ে বা কোচিং করে, সেখানে এখনো সেশন ফাইভ শুরুই হয়নি। অথচ ক্লাস টেস্টে অংশ নেওয়া জরুরি। এমন পরিস্থিতিতেও সাহায্য করে সাইটটি। এখানে চ্যাপ্টার অনুযায়ী নেওয়া ক্লাসগুলোর ভিডিও আছে।

শুরু কবে থেকে

অনলাইন স্কুলটির শুরু হয় ২০১৪ সালে। ২০১৩ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্যক্রমে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' নামের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একে তো বিষয়টি নতুন। তার ওপর এ বিষয়ের তেমন শিক্ষক নেই। আর বিষয়টির সবচেয়ে জটিল অংশ হচ্ছে 'তৃতীয় অধ্যায়ের বুলিয়ান অ্যালজেবরা' ও ব্যবহারিক অংশ। বলতে গেলে আঁখ পানিতে পড়ার মতো অবস্থা শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীদের এ দুরবস্থার কথা মাথায় রেখেই যাত্রা শুরু করে অনলাইন স্কুলটি।

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন

একটা সময় শিক্ষক ক্লাসে বলতেন, শিক্ষার্থীরা নোট নিত। যদিও প্রত্যেক শিক্ষার্থী সে নোট সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা পেত না। কিংবা অনেকে বুঝতে পারত না। আর বুঝতে না পারলে শিক্ষকের কাছে দ্বিতীয়বার যাওয়ার সাহস হয়তো অনেকেই করত না। অনেক সময় শিক্ষকও বিরক্ত হতেন। কিন্তু ডিজিটাল যুগে সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। স্কুলটির ভিডিও ক্লিপে গেলেই দেখা যায়, ঢাকা কলেজের আইসিটি বিভাগের ক্লাসগুলো সুন্দর করে চ্যাপ্টার অনুযায়ী সাজানো আছে। যে কেউ যখন তখন যে কোনো অধ্যায় দেখতে পারে। এবং যতক্ষণ ইচ্ছে। মানে বিষয়টা হচ্ছে একই বিষয়ের একই টপিকসের ক্লাস বারবার করার মতো। কম মেধাবীরাও সহজে যেকোনো জটিল বিষয় এভাবে বুঝতে পারবে।

কিভাবে করা যাবে অনলাইন ক্লাস

অনলাইনে ঢুকে কিংবা মোবাইলের অ্যানড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস করা যাবে। শুধু ক্লাস করাই নয়, ক্লাসের কোনো জায়গায় যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে ফোন করেও বুঝে নিতে পারবে যে কেউ। যেকোনো টপিকস এখানে গ্রাফিকস ডিজাইন ও এনিমেশনের মাধ্যমে বোঝানোর ব্যবস্থা আছে। আর শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর দেওয়ার জন্য কাজ করছেন আটজন পার্টটাইম ও চারজন ফুলটাইম শিক্ষক।

আগামীর স্কুল

এখন স্কুলটিতে আইসিটি বিষয়টির ওপর মূলত জোর দেওয়া হয়েছে। অল্প কিছু আছে গণিত ও পদার্থবিদ্যা। আগামীতে এসব বিষয়ের পাশাপাশি থাকবে জীববিদ্যা, রসায়নসহ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর বিষয়গুলোর ক্লাস থেকে সেবা নিতে পারবে অষ্টম থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা। শুধু তা-ই নয়, অনলাইনে পরীক্ষা এবং অনলাইনে লাইভ ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। আর এ জন্য অ্যানড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনকে করা হবে আরো যুগোপযোগী। তবে এর প্রতিষ্ঠাতা জানান, স্কুলটি থেকে যাতে প্রথম থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সেবা নিতে পারেন, সেটাই তাঁর লক্ষ্য।